ভোরের কাগজ

তারিখ ... OCT. 19 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

লেজুর বৃত্তির তথাকথিত ছাত্ররাজনীতি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ মোট শিক্ষাখাতের শতকরা ১ ভাগের কম। অথচ এ বরাদ্দের শতকরা ৬৮ ভাগ ব্যয় হয় শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে। এ কারণে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় বাড়ে না। এ চিত্র অবশ্যই আমাদের দেশের উন্নতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ।

তাই ইউজিসির কাছে আমাদের প্রস্তাব সরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগের মতো ইউজিসি একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করবে। এতে ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী করা যেতে পারে। এর ফলে অনেক অযোগ্য শিক্ষক লবিং ও রাজনৈতিক ব্যাকিং-এ ঢুকতে পারবে না। শিক্ষক নিয়োগ স্বজনপ্রীতি বন্ধ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদেরকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম চাকরি করা থেকে বিরত রাখতে হবে। কারণ এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও পরীক্ষা সময়মতো শেষ হয় না, ফলে সেসনজট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সন্ত্রাসনির্ভর ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে মেধাবীদের ছাত্ররাজনীতিতে উৎসাহিত করতে হবে। তবে তা কোনো বৃহৎ সংগঠনের অঙ্গসংগঠন হিসেবে হবে না। ছাত্ররাজনীতি ছাত্রদের ন্যূনতম বয়সের শর্ত নির্ধারণ করে দিতে হবে। ফলে নিয়মিত ও মেধাবী ছাত্ররা ছাত্ররাজনীতিতে আসতে পারবে। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেরিত শিক্ষকদের দেশে ফিরে আসা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এতে করে তাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ হলে দেশে উন্নতি ঘটবে। কারিগরি শিক্ষার প্রতি আরো গুরুত্ব দিতে হবে। সাধারণ শিক্ষার সিলেবাসে কম্পিউটার, ইংরেজি বাধ্যতামূলক করতে হবে। এতেকরে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের কর্মসংস্থান হবে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে জাতি হিসেবে বিশ্বে আমাদের একটা উত্তম অবস্থান সৃষ্টি হবে। সুতরাং ইউজিসিকে উপরোক্ত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

মোঃ আলমগীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সমীপে

ইউজিসি বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধান করে। শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে ইউজিসি ভূমিকা রাখে। অথচ ইউজিসির ১৯৯৮ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এক ভয়াবহ অবস্থা ফুটে উঠেছে। প্রতিবেদনে শিক্ষার নিম্নমুখী হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, অযোগ্য শিক্ষক নির্বাচন, গবেষণার অভাব,